



বুরো বাংলাদেশ - এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র



জানুয়ারী-মার্চ ২০১৭ • সংখ্যা-৮ • বর্ষ-৩



আগ্নের পরশমনি
ছোঁয়াও প্রাণে



বুরো বাংলাদেশ - এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

জানুয়ারী-মার্চ ২০১৭ • সংখ্যা-৮ • বর্ষ-৩

সম্পাদকীয়

স্বাগতঃ ১৪২৪! বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা সকলকে। 'প্রত্যয়' এর অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। আমাদের কর্মী ভাইবোনদের লেখার পাশাপাশি এ সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় লেখা সংকলিত করা হয়েছে যেগুলো আমাদের অনেকেরই উপকারে আসবে।

আমরা উপলব্ধি করি যে, বুরো বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের বর্তমানে অন্যতম ঝুঁকি হচ্ছে খেলাপী ঋণের ক্রমবৃদ্ধি। গত প্রান্তিকে কর্মীদের দক্ষতার মান যাচাই এবং খেলাপী নিয়ন্ত্রণে প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক করণীয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বুরোর ২০ টাম দেশব্যাপী বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন এবং কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেছে। সবশেষে প্রতিটি অঞ্চলে শাখা এবং এলাকা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে একটি করে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে আপনারা-আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। কর্মশালাগুলোতে অনুশীলনের মাধ্যমে খেলাপী বৃদ্ধির কারণ ও প্রতিকারের উপায় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন। আশা করি শাখার কর্মীদের আরও সতর্কতার ফলে নতুন করে খেলাপী পড়া বন্ধ হবে। একইসাথে এলাকা ব্যবস্থাপকগণ আরও নিবিড়ভাবে শাখার ঋণী নির্বাচন, ঋণ প্রস্তাব যাচাই এবং ঋণ অনুমোদনের প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং চেকলিস্ট অনুযায়ী নিজ দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করবেন এবং তাদের নিজ নিজ অধস্তনগণের জবাবদিহিতার আওতায় আনবেন। এতে করে বিগত অনেক সফলতার মত সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় খেলাপী নিয়ন্ত্রণেও আমরা অবশ্যই সফল হব।

গত প্রান্তিকে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি কর্তৃক মধুপুর CHRD তে বুরো বাংলাদেশের প্রকল্প পরিদর্শন ও মতবিনিময় অনুষ্ঠান।

আমাদের জন্য দুঃখজনক সংবাদ হচ্ছে, গত প্রান্তিকে আমরা কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী ভাইবোনকে হারিয়েছি। তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং তাদের নিকটজনকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা। সংস্থায় তাদের প্রত্যেকের অবদান বুরো কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

আমরা প্রত্যেকেই হয়তো অবগত আছি যে, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজারসহ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সকল হাওড়ে উজানের ঢলে সৃষ্ট ভয়াবহ অকাল বন্যা দেখা দিয়েছে। এতে ঐ এলাকার প্রায় সকল ফসলী জমি পাকা ধানসহ পানিতে তলিয়ে গেছে। দীর্ঘদিন জলমগ্ন থাকায় ধান গাছ পঁচে পানির বিষাক্ততা বেড়ে সকল মাছ, হাঁস, মুরগী ও গবাদি পশুর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সবকিছু হারিয়ে সাধারণ মানুষ মানবতর জীবনযাপন করছে। আসুন এই দুঃসময়ে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াই। বুরো বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই দুর্গত এলাকায় বিশেষ করে সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে জরুরী ত্রাণ বিতরণের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে



পৃথিবীর অগ্রযাত্রায় নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কোন বিকল্প নাই। একক ভাবে পুরুষ অথবা নারী কখনই কোন উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে না। বড় পরিসরে দেশ আর ছোট পরিসরে ঘরসহ সকল স্তরের উন্নয়নে নারী পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য।

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই বুরো বাংলাদেশ নারী ও পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। সারাদেশে বুরোর লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর ৯৮ শতাংশই নারী। এই প্রচেষ্টা আরও পরিচালিত হয় বুরো বাংলাদেশের পরিচালনা পর্ষদ থেকে শুরু করে সকল স্তরে। আমাদের পরিচালক ৬ জন যার মধ্যে এক জন নারী এবং উর্ধ্বতন পদে অনেক নারী রয়েছেন। প্রতিটি কমিটিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। কর্মী সভা, বার্ষিক সভা এবং সকল ধরনের কার্যক্রমে গুরুত্ব সহকারে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। এখানে জেডার কমিটি অত্যন্ত সক্রিয়। বুরোর সকল ক্ষেত্রে নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে সচেতনভাবে কাজ করে চলেছে এই জেডার কমিটি।

এই সুন্দর প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ এক দিনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এরজন্য অনেক সময় এবং অনেকের অক্লান্ত অবদান রয়েছে। এক্ষেত্রে যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশী এবং অন্যতম তিনি হচ্ছেন আমাদের অতি প্রিয় প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শ্রদ্ধেয় জাকির হোসেন স্যার। তিনি তাঁর আলোর মশাল দিয়ে পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন আমাদের সর্বক্ষণ। তাঁর এই আলোকিত পথে আমরা যেন সব সময় চলতে পারি - আর বলতে পারি “আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে”।

সৈয়দা সানজিদা আক্তার, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক-মনিটরিং ও রিপোর্টিং

লেখা পাঠান

কর্মসূচি সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা, সফলতার গল্প, সদস্য বা কর্মীভিত্তিক কেস স্টোরি, নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা, গল্প, কবিতা, ছড়া, কৌতুকের পাশাপাশি তথ্য বহুল লেখা পাঠান।

এছাড়াও প্রত্যয় সম্পর্কিত আপনাদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

যোগাযোগ:
নার্গিস মোর্শেদ, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক
মনিটরিং ও রিপোর্টিং, প্রধান কার্যালয়।
ফোন: ০১৭৩৩২২০৮৫৪

শ্রেষ্ঠ তরুণ উদ্যোক্তা পুরস্কারপ্রাপ্ত রুবেল দেওয়ান



মাননীয় মন্ত্রীর হাত থেকে সনদপত্র নিচ্ছেন রুবেল দেওয়ান

রুবেল দেওয়ানের দুই ভাই, ১ বোন ও বাবা মা নিয়ে সংসার। ২০০২ সালে আর্থিক অনটনের কারণে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। সংসারের করুণ অবস্থার মধ্যে কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তার প্রতিবেশীর পরামর্শে ২০০২ সালে গাভী পালন করা শুরু করে। নিয়মিত দুধ বিক্রির টাকা আসায় সে একটি ডেইরি ফার্ম গড়ার স্বপ্ন দেখে। এরপর একটি দুইটি করে গাভী বাড়াতে থাকে। ২০০৬ সালে রুবেল দেওয়ানের বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর পড়ে। রুবেল দেওয়ান বুরো বাংলাদেশ জীরাবো শাখায় যোগাযোগ করে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে একটি ঘর করেন এবং ফার্মে গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। নিয়মিত পরিশোধের পর বুরো বাংলাদেশ থেকে আরও ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তার ফার্মে বিনিয়োগ করেন। বর্তমানে তার ফার্ম থেকে প্রতিদিন গড়ে ১২০ লিটার দুধ উৎপাদিত হয়। প্রতি লিটার দুধের বাজার মূল্য প্রায় ৭০/- টাকা। এছাড়া সে প্রতি বছর ২/৩ টি ষাঁড় বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। বর্তমানে তার ফার্মে ২ জন সার্বক্ষণিক কর্মচারী আছে যার বেতন বাবদ প্রতি মাসে ২৪০০০/- টাকা দিতে হয়। সব ধরনের খরচ বাদে বছরান্তে এখন তার প্রায় ৮-১০লক্ষ টাকা নিট লাভ

থাকে। এই রুবেল দেওয়ান একসময় অভাব-অনটনের কারণে নিজে লেখাপড়া করতে পারেনি, কিন্তু ছোট ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলেছেন। তার ছোট ভাইও এখন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। রুবেল দেওয়ান তার একমাত্র ছোট বোনকে ভাল একটি পরিবারে বিয়ে দিতে পেরেছে। আর এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে তার ফার্মের লাভের টাকা দিয়ে। রুবেল দেওয়ান বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে। বর্তমানে এলাকার



মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন রুবেল দেওয়ান

সবাই তাকে সম্মানের চোখে দেখে। এলাকার অনেক বেকার তরুণ রুবেল দেওয়ানের ফার্মে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে। তারা তার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে নিজেরাও গাভীর ফার্ম করে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে। আজ রুবেল দেওয়ান সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত তরুণ উদ্যোক্তা।

তার এ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ রুবেল দেওয়ান এবার সিটি ফাউন্ডেশন প্রবর্তিত দেশের শ্রেষ্ঠ তরুণ উদ্যোক্তা পুরস্কার অর্জন করেছে। অন্যান্য সকলের সাথে বুরো পরিবারও তার এই কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে। রাজধানীতে আয়োজিত এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে রুবেল দেওয়ানের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব মোস্তফা কামাল এবং অর্থপ্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান অনুষ্ঠানে রুবেল দেওয়ানের উপর নির্মিত একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়। আমরা রুবেল দেওয়ানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

মোঃ আবুল বাশার, উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক



নিজের ওপর
আত্মবিশ্বাস
হারাবেন না।
হীনম্মন্যতা থাকলে
শুধু পিছিয়েই
পড়বেন। কোনো
বিষয়ে দক্ষতা কম
থাকলে তা শেখার
চেষ্টা করুন

নিজেকে মেলে ধরুন

অফিসের এক কর্মী মুখ গুঁজে কাজ করেন সারাদিন। কাজের মানও বেশ ভালো। বছর শেষে দেখা গেল, তাঁর মূল্যায়ন ঠিকভাবে হচ্ছে না। অর্ন্তমুখী স্বভাবের কারণে নিজের মনের কথা তাঁর বস বা অন্য সহ কর্মীদের বলতে পারেন না। অফিসে সবার মধ্যে থেকেও তিনি আলাদা। অফিসেই নয়, কারও বাড়িতে কোনো দাওয়াত, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁর কথা সবাই ভুলে যান। কর্মীর অর্ন্তমুখীতা তাঁকে সমস্যায় ফেলে দেয়।

অফিসে মন দিয়ে কাজ করা অবশ্যই ভালো। তবে অর্ন্তমুখীতা যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা। এটি উতরে যেতে না পারলে কর্মজীবনে ঝঙ্কিতে পড়তে হবে।

প্রতিষ্ঠান অনেক সময় মনে করতে পারে, কেন তারা অর্ন্তমুখী কর্মীকে গুরুত্ব দেবে? যিনি নিজের কথাই ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারেন না, তিনি প্রতিষ্ঠানের জন্য কতটুকু কার্যকর। কিছু কিছু কাজ আছে যেমন হিসাব বিভাগে, গবেষণায় কিংবা লেখালেখির কাজে কিছুটা অর্ন্তমুখী হলেও চলে।

সময়টা যেহেতু নিজেকে প্রকাশ করার, তাই এসব কাজে অর্ন্তমুখী না হলেই ভালো। একজন প্রধান নির্বাহী বলেন কর্ম জীবনে প্রবেশের আগে অর্ন্তমুখী স্বভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। একদিনে সম্ভব নয়, কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিন। অফিসের বস ও সহকর্মীদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন। হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউর এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ৬৫ শতাংশ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা অর্ন্তমুখী স্বভাবের কারণে নেতৃত্বদানে এগিয়ে যেতে পারছেন না। প্রতিষ্ঠানের কোনো নতুন বিষয় নিয়ে ভাবনা, পরিকল্পনা করা - এ ধরনের কাজ অর্ন্তমুখী স্বভাবের কর্মীরা ভালো করেন। অর্ন্তমুখী স্বভাবের হলে সফলতা আসেনা-বিষয়টি এমন নয়। বিলগেটস নিজেকে অর্ন্তমুখী ব্যক্তি মনে করেন। কিন্তু তিনিতো বিশ্বসেরা সফল ব্যক্তিদের একজন। কর্মীর অর্ন্তমুখী স্বভাব কাটানোর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের তেমন কিছু করার থাকেনা। বস হয়তো তাঁকে এই স্বভাবের দিকটা বুঝে মূল্যায়ন করতে পারেন।

কোনো মিটিংয়ে তাঁকে বলার সুযোগ দিতে পারেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়তে কোনো একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর তাঁকে সবার সামনে বলতে দেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের নিরীক্ষা খুব বড় কোনো মিটিংয়ে না করে ছোট ছোট মিটিংয়ে করতে পারেন। মনোবিদেরা মনে করেন, অর্ন্তমুখীতা থেকে নিজেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নিজেকে সময়ের সঙ্গে, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী করে তুলতে হবে। এটি শুধু কর্মক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তি জীবনেও অনেক কাজে আসবে।

কী করতে পারেন

- নিজের মনের ভাবনা প্রথমে কাছের বন্ধুদের মধ্যে, এরপর সহ কর্মীদের বলতে পারেন। নতুন নতুন আইডিয়া মিটিংয়ে বললে আপনার দিকে সবার নজর পড়বে, যা আপনাকে উন্নতির দিকে এগিয়ে দেবে।
- আয়নার সামনে চোখে চোখে রেখে কথা বলুন। প্রতিদিন কয়েক মিনিট এই চর্চা করতে পারেন।
- নির্দিষ্ট কোনো কারণে আপনি অর্ন্তমুখী স্বভাবের হলে সেই কারণ খুঁজে বের করুন। সেটি কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়, সেক্ষেত্রে কাছের কোনো মানুষ বা মনোবিদের সাহায্য নিতে পারেন।
- নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। হীনম্মন্যতা থাকলে শুধু পিছিয়েই পড়বেন। কোনো বিষয়ে দক্ষতা কম থাকলে তা শেখার চেষ্টা করুন। দেখবেন, ঠিকই পারছেন।

সংকলনে

প্রাণেশ বণিক, অতিরিক্ত পরিচালক

কৃতজ্ঞতা: তৌহিদা শিরোপা



দক্ষ উপস্থাপনার কলাকৌশল

- যে কোনো কথা বলার সময় তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ- কী বলা হচ্ছে, কে বলছেন এবং কেমনভাবে বলছেন।
- উপস্থাপনার সাফল্য লুকিয়ে আছে শ্রোতার মনে আপনার সম্পর্কে ধারণা গঠনের ওপর।
- আকর্ষক বাচনভঙ্গি আয়ত্ত করুন যাতে শ্রোতা সহজেই আকৃষ্ট হন।
- রুমে ঢোকান মুহূর্ত থেকে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করুন।
- পরিচ্ছন্ন, স্মার্ট পোশাক পরুন, যাতে আপনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।
- অতিরিক্ত গয়নাগাটি না পরা ভালো।
- পরিবেশনায় উৎসাহ বজায় রাখুন। ঘ্যানঘ্যানে, বিমানো বক্তৃতায় কেউ আগ্রহী হয় না।
- নিজের বিশ্বাস থেকে কথা বলুন, শ্রোতারা সানন্দে গ্রহণ করবেন।
- বক্তব্য শুরু করার আগে সবকিছু ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে নিন। যেমন- দর্শক, বসার ব্যবস্থা, মাইক্রোফোন ইত্যাদি।
- আপনার বক্তব্যের হ্যান্ড নোট সঙ্গে রাখুন। প্রয়োজনের তুলনায় কয়েকটি বেশি রাখবেন।
- শুরু থেকে শেষ অবধি আগে থেকে ঠান্ডা মাথায় ভেবে নিন।
- শুরুটা খুব জরুরি। আত্মবিশ্বাস মূল মন্ত্র। একঘেয়ে ইন্ট্রোডাকশনে সময় নষ্ট করবেন না। সরাসরি মূল বক্তব্যে যেতে চেষ্টা করবেন।
- প্রথম দু'মিনিটের মধ্যে নজরকাড়া দু'একটি কথা অবশ্যই রাখবেন।
- কথোপকথনে আলোচনা সহজেই জনপ্রিয় হয়। শ্রোতাদের প্রশ্ন করুন, তাদের প্রতিক্রিয়ার উত্তর দিন, একটা সমঝোতা গড়ে তুলুন। একতরফা বকে যাবেন না।
- আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শ্রোতাদের সঙ্গে ভাগ করে নিন। গল্প বলুন, বিশেষ কোনো ঘটনার উল্লেখ করুন, দর্শক আগ্রহী হবে।
- ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করুন, কথার মাঝে প্রয়োজনে থামুন। মনে রাখবেন আপনি কিছুই মুখস্থ বলছেন না।
- জরুরি কোনো তথ্য জানানোর পর একটু থেমে পরবর্তী তথ্যে যান। বিশেষ্য এবং ক্রিয়াপদের ওপর জোর দিন।
- কথা বলতে গিয়ে যথাসময়ে যথাযথ বিরতি সফল উপস্থাপনার চাবিকাঠি।
- দর্শকের প্রয়োজন চাহিদা উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করুন। কখনই শ্রোতাদের বাড়িয়ে বা খাটো করে দেখবেন না।
- জোর করে মজা করার চেষ্টা করবেন না। হাসি, মজা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসতে দিন। থ্রিডাইমেশনাল চার্ট, কার্টুন ইত্যাদি ব্যবহার করুন।
- অঙ্গুলী সমীক্ষার রিপোর্ট, গাণিতিক চার্টে নিজের বক্তব্য ভারাক্রান্ত করবেন না।
- স্ক্রিনে কিছু দেখানোর সময় রিডিং পড়বেন না। শ্রোতাকে বুঝতে সময় দিন।
- নিজস্ব স্টাইল তৈরি করুন, অন্যকে অনুকরণ করবেন না।
- শ্রোতাদের প্রশ্নকে সাদরে গ্রহণ করুন। মনে রাখবেন প্রশ্ন মানে বক্তার সমালোচনা নয়, বরং বক্তব্যে উৎসাহের নিদর্শন। দুই রকম প্রশ্ন হতে পারে। জেনে নিন কখন কী উত্তর দেবেন :
 - ভালো প্রশ্ন : 'খুশি হয়েছি আপনার এই প্রশ্নের জন্য'।
 - কঠিন প্রশ্ন : 'এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, আপনার কী মনে হয়?'
- বক্তৃতার শেষের দিকে বলার গতি কমান, গলার স্বর আন্তে করুন, স্পষ্ট ভাষায় শেষ করুন।
- কথা শেষ হলেহাসিমুখে ধন্যবাদ জানান।
- বক্তৃতার প্রতিটি মুহূর্ত তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করুন। উপস্থাপনার কলাকৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করুন।



মঞ্চ উপস্থিতি নির্বাহী পরিচালকসহ সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

বুরো বাংলাদেশ গত ৩ বছর যাবত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় কলা গাছ ও আনারসের পাতা থেকে প্রাকৃতিক আশ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ২ হাজার মহিলা সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে পরোক্ষ ভাবে এই প্রকল্পের আওতায় ১০ হাজার মহিলার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

গত ১৪ই জানুয়ারী মধুপুরে বুরো বাংলাদেশের এই প্রকল্প পরিদর্শন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। ভবনের প্রবেশ মুখে সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন করে এবং মধুপুর মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের ক্যাম্পাস ঘুরে দেখে সম্মানিত অতিথি মহোদয় অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরে প্রকল্প পরিদর্শন উপলক্ষে এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। এই

মধুপুরে বুরো বাংলাদেশের ও মতবিনিময়

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ সদস্য জনাব খন্দকার শফি উদ্দিন মনি এবং মধুপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ মাসুদ পারভেজ। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বুরো বাংলাদেশের শুভানুধ্যায়ী স্থানীয় অনেক বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। এরপর বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন সংস্থার অতিরিক্ত পরিচালক জনাব প্রাণেশ বনিক। সম্মানিত অতিথিদের হাতে পুষ্পস্তবক এবং বুরোর ক্রেস্ট প্রদান করেন বুরোর কর্মকর্তাবৃন্দ। স্বাগতঃ বক্তব্য দেন পরিচালক-অর্থ জনাব মোশাররফ হোসেন। উপস্থিত অতিথিদের মধ্য



১১ পৃষ্ঠায় পড়ুন



প্রকল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদিত পণ্য পরিদর্শন করছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ



বুরোর কার্যক্রম উপস্থাপন করেন অতি: পরিচালক প্রাণেশ বনিক



বক্তব্য দেন পরিচালক জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং জনাব মোশাররফ হোসেন



পুরে র প্রকল্প পরিদর্শন ময় অনুষ্ঠান



মুখ্য অতিথিবৃন্দ বুরোর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন



আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে ফুলেল শুভেচ্ছা



বক্তব্য দেন মাননীয় অতিথি জনাব আঃ রাজ্জাক এম পি



সভাপতির বক্তব্য দেন জনাব জাকির হোসেন



সন্মানিত অতিথিদের হাতে বুরো বাংলাদেশের ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয়



অনুষ্ঠানে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন

পুরো ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন মাননীয় অতিথি

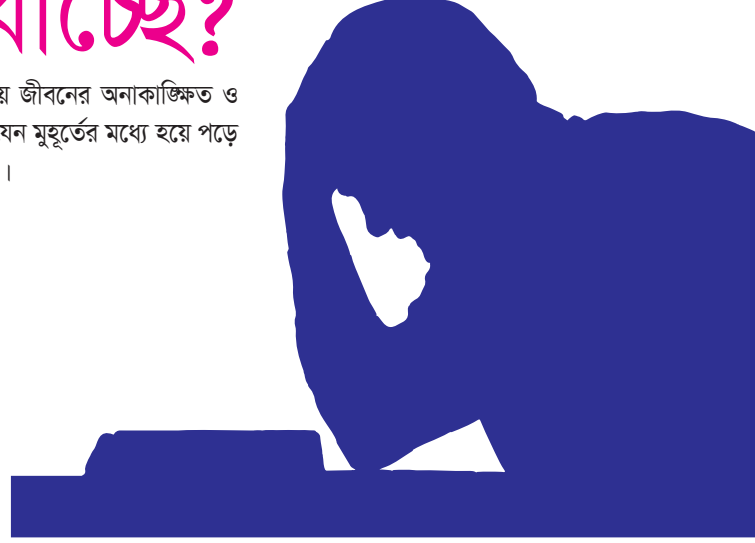
সময়টা কি খারাপ যাচ্ছে?

হঠাৎ করেই এমন ঘটনা ঘটে, যা ওলট-পালট করে দেয় সবকিছু। মেনে নিতে হয় জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত কোনো পরিবর্তন। দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে গুছিয়ে নেওয়া জীবন যেন মুহূর্তের মধ্যে হয়ে পড়ে অগোছালো, পরিচিত জগৎ হয়ে যায় অপরিচিত। হঠাৎ করেই চলে আসে খারাপ সময়।

কীভাবে সামলাবেন?

- কোনো ঘটনার কারণে আপনার জীবনের যে আকস্মিক পরিবর্তন, সেটা যতই অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত হোক না কেন, সেটা গ্রহণ করুন। মেনে নিন যত দ্রুত গ্রহণ করতে পারবেন, তত দ্রুত আপনি পরিবর্তিত জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবেন।
- জীবনের নতুন অবস্থা যেমনই হোক, তা ভালোবাসুন।
- খুব নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যেও ছোটখাটো নানা ভালো কিছু আশপাশে ছড়িয়ে থাকে, যা আপাতভাবে আমরা ততটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। আপনার আর্থিক সচ্ছলতা, পরিবারের সহযোগিতা, নিজের সুস্বাস্থ্য ইতিবাচক এসব দিকের প্রতি আলাদা মনোযোগ আপনাকে একরকম শক্তি জোগাবে, যা এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে।
- পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, সামাজিক অনুষ্ঠানে যান, প্রয়োজনে আপনার কষ্টের কথা আপনজনকে প্রকাশ করে নিজেকে হালকা করুন। কাছের মানুষের ভালোবাসা আপনাকে আস্থা ও বিশ্বাস জোগাবে। মানুষের সঙ্গে সংযোগ আপনাকে নতুন পথ এবং সম্ভাবনার নতুন আলো দেখাতে সাহায্য করবে।
- কষ্ট হলেও নিজের যত্ন নিন। একটু একটু করে নিজেকে পরিপাটি রাখা, নিজের কিছুকিছু শখ পূরণ করা, আয়নায় নিজেকে দেখা ইত্যাদি আবার আপনাকে ভালোবাসতে সাহায্য করবে। মিউজিক শুনুন, বগলিখুন, ছবি আঁকুন, বাগান করুন।
- প্রতিদিন অন্তত ৪০ মিনিট দ্রুত হাঁটুন বা ব্যায়াম করুন। এই অভ্যাস আপনার মন ও শরীরের স্থবিরতা ও অবসাদ কাটতে সাহায্য করবে।
- নিজেকে বারবার আশ্বস্ত করুন যে জীবনের এই খারাপ সময়টা শুধু একটা সাময়িক অবস্থা এবং কখনোই শেষ পরিণতি না। জীবনের কোনো কিছুই যেমন স্থায়ী না, তেমনি এই খারাপ সময়টাও অবশ্যম্ভাবী ভাবে এক সময় শেষ হবে। একটু পেছনে ফিরে তাকালেই দেখবেন ছোট খাটো নানা কঠিন সময় আরও এসেছিল, আপনার জীবনে যা আপনি ঠিকই পার করে ফেলেছেন। সামনে আরও নানা সুন্দর ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে।
- ঘুমের সমস্যা, খাওয়ার অরুচি অনেক দিন ধরে থাকলে বা আত্মহত্যার চিন্তা মাথায় এলে দেরি না করে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

কোনো ঘটনা, সেটা যতই কঠিন হোক না কেন, সময়ের সঙ্গে সেই অবস্থা সামলে জীবনের স্বাভাবিক গতি প্রবাহে আমরা সবাই ফিরে আসি। মনে রাখা প্রয়োজন যে জীবনের কিছু পরিবর্তন আপাত ভাবে যতখানি অগ্রহণযোগ্য বা চাপদায়ক মনে হয়, সত্যিকার অর্থে ততখানি অগ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বরং বলা যায়, জীবনের এসব পরিবর্তনকে ব্যক্তি অনাকাঙ্ক্ষিত হিসেবে দেখছে বলেই সেগুলো চাপদায়ক বা অগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, কোনো কিছু কাকে কতটুকু পর্য়দন্ত করবে, তা অনেক খানি নির্ভর করে ঘটনাটা বা জীবনের পরিবর্তনটাকে কীভাবে দেখছে। দেখার দৃষ্টি একটু পরিবর্তন করলেই কিছু সহনীয় হয়ে উঠতে পারে আপনার এই দুঃসহ সময়টা।



যা করবেন না

- কষ্ট কমানোর জন্য ধূমপান বা যেকোনো নেশা থেকে বিরত থাকুন।
- ঘুমের সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঘুমের ওষুধ খাবেন না।
- বিচ্ছেদ জাতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে সবসময় সাবেক ব্যক্তিকে নিয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।
- নিজেকে গুটিয়ে ফেলবেন না। সারাদিন শুয়ে থাকবেন না বা নিজেকে রুটিনহীন করবেন না।
- ভার্চুয়াল জগতে নির্ভরতা বাড়াবেন না।
- নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করবেন না।
- নিজেকে একা রাখবেন না।
- বর্তমান সমস্যার সম্পূর্ণ দায়ভার অন্যের কাঁধে ফেলা বা অন্যকে দোষারোপ থেকে বিরত থাকুন।
- কষ্ট কমানোর জন্য হুট করে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত (যেমন বিয়ে করে ফেলা, নতুন সম্পর্কে জড়ানো, চাকরি ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি) নেবেন না।

কী করতে পারেন?

- আপনি ভালোবাসেন বা পছন্দ করেন এমন কোনো কাজ প্রতিদিন অন্তত একটা হলেও করুন।
- চিন্তা মূলক কাজে মনঃসংযোগ না করতে পারলে শারীরিক কাজ করুন। নিজেকে অলস হতে দেবেন না।
- কান্না পেলে কাঁদুন।
- শিশু ও প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটান।
- নতুন জায়গায় বেড়াতে যান, নতুন মানুষের সঙ্গে মিশুন।
- সামাজিক সেবা মূলক কাজ করুন।
- স্বচ্ছা শ্রম হলেও নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

শোক সংবাদ



মোছা: কহিনুর খাতুন, পিন-১৪৩৬২, পদবী- কর্মসূচী সংগঠক, শাখা- মহম্মদপুর, অঞ্চল- যশোর, যোগদানের তারিখ- ০৩/০৪৮-২০১৩, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: গুড়পাড়া ভাতুরিয়া, ডাকঘর: সাধুহাটা, উপজেলা: হরিনাকুন্ডু, জেলা: ঝিনাইদহ, শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এস.এস। কর্মরত থাকা অবস্থায় ২০/০৭/২০১৬ ইং তারিখে অটোরিক্সা যোগে অফিসে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা কবলিত হয়। প্রথমে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকার নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে চিকিৎসা করেন। অতঃপর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে বাড়ীতে আনা হয়। কিন্তু এত চেষ্টার পরও তাকে বাঁচানো যায়নি। গত ২৮/১/১৭ তারিখে ৩:১৫মি: তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।



প্রণব সাহা, পিতা- প্রতাপ সাহা, মাতা- রেণু সাহা, স্ত্রী- ইতিরানি সাহা, সন্তান- ১টি ছেলে। গ্রাম- হাটকয়েড়া, জেলা- টাংগাইল। জন্ম- ১৫ মার্চ ১৯৭৭, মৃত্যু- ২২ ফেব্রুয়ারি-২০১৭। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম.কম পাশ করেছেন ১৯৯৮ সালে। বুরো বাংলাদেশে প্রথম যোগদান করেন শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে ১৭ ডিসেম্বর ২০০২ সালে। ব্যক্তি প্রণব সাহা সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়কদের অভিমত ছিল এরকম- “তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ, সৎ, কাজে আন্তরিক, সমস্যা সমাধানে দক্ষ, পরিশ্রমী ও সদাচারী।” তাঁর আত্মহের বিষয় ছিল ভ্রমণ, বাগান করা ও গান করা। কর্মরত অবস্থায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।



নাজমা সুলতানা, পিন-১৬৯৭, পদবী- শাখা হিসাবরক্ষক, কর্মস্থল-ধনবাড়ী শাখা। যোগদানের তারিখ-২৬/১০/২০০৪, শিক্ষাগত যোগ্যতা- বি.এ। সহকর্মীদের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় মুখ ছিলেন। প্রেগন্যাসীর সময় কিছু জটিলতা দেখা দেয়। জটিলতা এড়ানোর জন্য তাঁকে সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সহকর্মীরা তাঁকে আর ফিরিয়ে আনতে পারেননি। সবাইকে ফাঁকি দিয়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ১৯/০২/২০১৭ তারিখে। তিনি এক কন্যা সন্তানকে রেখে যান মৃত্যুর সময়। দীর্ঘ ১২ বৎসর প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন তিনি। আমরা সকলেই তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

এ ছাড়াও আমাদের কাছ থেকে যারা চিরবিদায় নিয়েছেন

- বুরো বাংলাদেশের অতিরিক্ত পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী জনাব প্রাণেশ বনিকের স্নেহময়ী মা কল্পনা রানী বণিক গত ১২ই মার্চ ভোর ৩.০০ টায় লালমনিরহাটের বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

- বুরো বাংলাদেশের সমন্বয়কারী-মনিটরিং ও রিপোর্টিং জনাব সাঈদ আহমদ খানের পিতা কৃষিবিদ হাফিজুর রহমান খান গত ০৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ বিকাল ৫.৩০ মিনিটে টাংগাইলের নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইল্লাল্লিলাহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

বুরো পরিবার অত্যন্ত শোকাহত এবং তাদের প্রত্যেকের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।



প্রাকৃতিক উৎস থেকে আঁশ তৈরী প্রকল্প

সম্প্রতি কলাগাছ ও আনারসের পাতা থেকে আঁশ তৈরী প্রকল্পে নিয়োজিত উপকারভোগীদের নিয়ে মধুপুর উপজেলার জাংগালিয়া গ্রামে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের ঘর এবং যন্ত্রপাতি স্থানান্তর, প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। মতবিনিময় সভায় উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় অংশ নেন সংস্থার পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক জনাব প্রাণেশ বনিক এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

মধুপুরে প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের নিয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত



মধুপুরে সমবেত কর্মীবৃন্দ

গত ১০ ফেব্রুয়ারী প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের নিয়ে নিয়মিত কর্মীসভা মধুপুরমানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্বাহী পরিচালকসহ সকল পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়, সুযোগ সুবিধা, কর্মী উন্নয়ন, টীমওয়ার্ক উন্নয়ন, কার্যালয়ের নানাবিধ সমস্যা সমূহ এবং প্রতিকারের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাশেষে সকল অংশগ্রহনকারীকে নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক এবং বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আনন্দমুখর পরিবেশে আয়োজিত ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিটি ইভেন্ট সকলে মিলে উপভোগ করেন।

প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক পরিকল্পনা সভা



গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক পরিকল্পনা সভা সিলেট মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বুরোর নির্বাহী পরিচালক সহ প্রশিক্ষণ বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিষয়ক বুনয়াদী প্রশিক্ষণ



প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী বৃন্দ



গত ১৬-২০ এপ্রিল অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিষয়ক বুনয়াদী প্রশিক্ষণ টাংগাইল মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সহকারী সমন্বয়কারী-নিরীক্ষা জনাব আমিনুল করিম মজুমদার। প্রশিক্ষণের সমাপনী দিনে বুরোর নির্বাহী পরিচালক মহোদয় উপস্থিত ছিলেন

আমাদের বুরো বাংলাদেশ

বুরো বাংলাদেশ
নামটি বড় বেশ,
জন্ম তার টাঙ্গাইলের ক্ষুদ্র পরিসরে
তাই বুরো টাঙ্গাইল নামেই যাত্রা শুরু করে।

বুরো আছে তাদের পাশে
গরিব দুঃখী যেথায় আছে,
সাহায্যের হাত দেয় বাড়িয়ে
বুরো দাঁড়ায় তাদের পাশে।

সংসারে কত অভাব আছে
খাবার খেতে পারেনা,
বুরো কিন্তু তাদের থেকে
মুখ ফিরিয়ে থাকে না।

খাবার যোগাড় করার পরে
অর্থ জমা করেছে,
সেই টাকা দিয়েই বুরোর
খন পরিশোধ করেছে।

খন পরিশোধ করে সে
ক্ষান্ত হয়ে যায়নি,
নিজের সঞ্চয় জমা করতে
একটুও সে ভুলেনি।

সফলতা পেয়েছে যারা
তাদের সংখ্যা কম না,
আসমা, পারুল, মর্জিনা
এদের ভোলা যায় না।
ব্যবসা করে আজকে তারা
লক্ষপতি হয়েছে,
সফল হয়ে তারা অনেক
সুনাম অর্জন করেছে।
বুরো কিন্তু ঋণের কাজে
শুধু থেমে যায়নি,
গরিব ছাত্রদের উন্নয়নে
ভূমিকাও কম রাখেনি।

রোগ বালাইয়ের কথা ভেবে
সচেতনা বাড়িয়েছে,
স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের
ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

বেশ বেশ বেশ
আমাদের বুরো বাংলাদেশ

এমএসএ মাহমুদ, নির্মান প্রকৌশলী

মধুপুরে প্রকল্প পরিদর্শন ও মতবিনিময় অনুষ্ঠান

৬ পৃষ্ঠার পর

থেকে কয়েকজন সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি তাঁর বক্তব্যে বুরো বাংলাদেশের সার্বিক পারফরমেন্সে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পল্লী অঞ্চলে এ ধরনের একটি উচ্চমানসম্পন্ন মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ছয়সী প্রশংসা করেন। তিনি মধুপুরের দরিদ্র গাড়া সম্প্রদায়ের মানুষদের কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নে বুরো বাংলাদেশের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য বুরোকে ধন্যবাদ জানান। সবশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম।



একটি অঞ্চলের কর্মশালায় উপস্থিত নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যান্য



কর্মশালায় উপস্থিত একটি অঞ্চলের সকল কর্মী ভাইবোন

বুরোর সকল অঞ্চলে কর্মসূচী উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত প্রান্তিকে কর্মীদের দক্ষতার মান যাচাই এবং খেলাপী নিয়ন্ত্রনে প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক করণীয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বুরোর ২০ টিম দেশব্যাপী বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন এবং কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেছে। সবশেষে প্রতিটি অঞ্চলে শাখা এবং এলাকা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে একটি করে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালাগুলোতে অনুশীলনের মাধ্যমে খেলাপী বৃদ্ধির কারণ ও প্রতিকারের উপায় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়।



কর্মশালায় উপস্থিত এলাকা ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকবৃন্দ

ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা

গত ২৬ শে ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ব্য্রাক লার্নিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় কুমিল্লা, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্মরত সকল এলাকা ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রকল্পের

গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সংস্থার পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক জনাব প্রাণেশ বনিক এবং কুমিল্লার বিভাগীয় ব্যবস্থাপক জনাব সাইদুর রহমান রিপন উপস্থিত ছিলেন।

উপদেষ্টা: জাকির হোসেন, সম্পাদকমণ্ডলী: প্রাণেশ বনিক, নজরুল ইসলাম, এস এম এ রকিব, নার্গিস মোর্শেদ

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, রক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৯৮৬১২০২, ৯৮৮৪৮৩৪, ফ্যাক্স: ৯৮৫৮৪৪৭, ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org